



349013 - ভাগ্নীদের বপেদার কারণে আমার কিসিাব নয়ো হবো?

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তি জিজ্ঞেসে করছে যে, তার বোনরে ময়েরো আঁটসাঁট পোশাক পরার কারণে তাদরে পতি থাকা সত্বেও সে কি তাদরেকে মারতে পারবে? তাদরে এ পোশাকরে কারণে সে কি গুনাহগার হবো?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ভাগ্নীদের পতি জীবতি থাকা অবস্থায় ভাগ্নীদের উপর আমার কর্তৃত্ব নহে:

ভাগ্নীদের পতি আকলবান, শরয়া ভারপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ), উপস্থতি ও জীবতি থাকা অবস্থায় ভাগ্নীদের উপর আমার কর্তৃত্ব নহে। এটি সুবদিতি বিষয় যে, পতি জীবতি থাকা অবস্থায় পতির উপর সন্তানদরে তত্ত্বাবধান করা ওয়াজবি। সন্তানদরে তত্ত্বাবধান ও প্রতপালনরে ব্যাপারে পতিগণ আল্লাহর কাছে হিসাব দতি হবো।

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, প্রত্যেকেকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবো। যনি মানুষরে আমীর তনি তাদরে উপর দায়িত্বশীল; তাকে তাদরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবো। ব্যক্তি তার পরবাররে উপর দায়িত্বশীল; তাকে তাদরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবো। নারী তার স্বামীর বাসা ও সন্তানদরে উপর দায়িত্বশীল; তাকে তাদরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবো। কীরীতদাস তার মনবিরে সম্পদরে ব্যাপারে দায়িত্বশীল; তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবো। সাবধান, জনে রাখ; তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল; তোমাদরে প্রত্যেকেকে তার অধীনস্থদরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবো।” [সহি বুখারী (২৫৫৪) ও সহি মুসলমি (১৮২৯)]

কিন্তু সংকাজরে আদশে ও অসৎ কাজে নষিধে দকি থেকে আমার দায়িত্ব রয়েছে। যদি মামা তার ভাগ্নীদের মধ্যে গ্রহতি কছি দখে তার উপর আবশ্যক এর বরোধতি করা।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে



শুনছে: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গৃহস্থি কিছু দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে পরবিত্তন করে। যদি তা না পারে তাহলে যেন মুখ দিয়ে পরবিত্তন করে। যদি তা না পারে তাহলে যেন অন্তর দিয়ে করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতর স্তর।”[সহিহ মুসলিম (৪৯)]

ইমাম নববী বলেন: “সে যেন তা পরবিত্তন করে”: উম্মতের আলমেদের ইজমার ভিত্তিতে এটি “ওয়াজবি করণ-মূলক নরিদশে” এবং সৎ কাজের আদর্শে ও অসৎ কাজের নষিধে ওয়াজবি হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, হাদিস ও ইজমার দলিল সম্মিলিত হয়েছে। এবং এটি কল্যাণকামতির অন্তর্ভুক্ত; যা হলো হলো দ্বীনদারি।

দুই:

মামা কিতার বোনরে সন্তানদেরকে শাসন করতে পারবে?:

এ ধরণের ক্ষেত্রে ভাগ্নীদেরকে মামার প্রহার করার অধিকার নাই। কেননা প্রহার করার মাধ্যমে শাস্তি দায়ের অধিকার পিতার কথিবা শিশুর উপর যার কর্তৃত্ব আছে তার; যমেন পতি যাকে অভিবিকরে দায়িত্ব দিয়েছেন কথিবা আইনানুগ বিচারক যাকে অভিবিক বানিয়েছে।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াতে (১০/২৫) এসছে:

“পতিমাতা তাদের সন্তানকে শিষ্টাচার শেখাতে গিয়ে প্রহার করা বধৈ বিষয়রে অন্তর্ভুক্ত এবং পতিমাতার অনুরূপ হচ্ছে ওসয়িতপ্রাপ্ত অভিবিক।

শিক্ষক শাসন করার কর্তৃত্ব লাভ করনে অভিবিকরে পক্ষ থেকে।”[সমাপ্ত]

কিন্তু মামা যা করছে সটো জনেও পতি যদি চুপ থাকে তাহলে এটি তার পক্ষ থেকে মামা যা করবে সটোর পক্ষে স্বীকৃতি। সক্ষেত্রে মামা তাদের প্রতাপিলন ও শাসনরে জন্য যটোকে উপযুক্ত মনে করনে সটো করার জন্য যনে তাকে দায়িত্ব দয়ো হলো।

কোন কোন পরবিারে মামার শাসন করার এমন এক মর্যাদা থাকে যে, তাকে শাসন করতে দয়ো হয়, মানুষ প্রথাগতভাবে সটোই দেখে আসছে; কউে এর বিরোধিতা করনে না।

আর যদি পতি মামার হস্তক্ষেপরে উপর আপত্তি করনে সক্ষেত্রে মামা কেবেল উপদর্শে দিয়েই ক্বান্ত হবনে।

পতিমাতাকেও উপদর্শে দবিনে। কেননা তাদের ময়েদেরে ব্যাপারে এটা তাদের দায়িত্ব। তারা উভয়ে শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ময়েদেরকে নষিধ পটোক পরধান থেকে বাধা দায়ের অধিকার রাখনে।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।